

তুমি পারো, ঐশ্বর্য অপরাহ্ন সুসমিতো

তুমি পারো, আমার ঐশ্বর্য
ধনুকের ছিলায় তীর দাঁড় বেঁধে প্রস্তুত রেখে দাও
শুভ্র তীরন্দাজ
রঙধনু রাঙা নিয়ে তো রাখো মিহিন ও মোহন
সময়ের
আধুনিক
অতিথি, বুদ্ধদেবের ছোকানু।

তুমি তো পারো
ও আমার শামুক মৌলবাদ
বিরোধী শরীর,
আমার জনের ভূমি ধারালো জলদাস
কালের বন্ধনে চুমু রেখে তবু তৃষ্ণার্ত রেখে দাও
এই বাঙলাদেশ আমার
পরশুর পরের দিন।
কোলাহল ছেড়ে একটু বেশী দূরে পৃথক অভিবাসন
থেকে কাছে

ছোট্ট হালুম করে ওঠো
ছোটবেলাকার গোপন পত্রিকার
ও গোপন শিহরন!
নির্বিকার করে রেখো না এই একটি ছোট্ট পেরেকের
মতো

দিনমান বেলা

জলে জলে কদম করে রাখো বৃষ্টি আর বৃষ্টির
সর্বনাশের
একটি দিন,
গোলালুর মতো খানিক অকৃতকার্য জীবনের কাছে
পরাজিত হরতাল
জমা করে রাখো জমা
করে রাখো।

আমার ভাত বেড়ে দাও আমার মা
নেভানো চুলা থেকে কিছু লাল কয়লাও থাকুক
আমাদের যাত্রায় যন্ত্রণায়
উনোনে উঠোনে ও শীতকালে
ই-মেলের গতি করে দাও
তোমার দূরের ঝকঝকে বইয়ের পাতায়,উন্মুখে।

তুমি পারো,ঐশ্বর্য।

কতো ভুলের মালা করে বানভাসি বিসর্জন করো
আমার
প্রতিমা,
পানি থেকে রঙ নেয়া স্বার্থপর শামুক
কিছু না হোক
ছোট্ট করে টোকায় ভয় পাইয়ে দাও সামরিক
খোলস
গ্রহিত অগ্রহিত ভুল শিক্ষা দীক্ষা মৌলবাদ
ও
কোন কোন শিক্ষকও।

মনে থাকে যেন,আমার ঐশ্বর্য।

সেই কবে তোমার শহর তোমাকে রেখে এসেছি
কোমল পাহারায় রেখেছি দেখে শুনে
সেই ছেলে ও যাবতীয় ভঞ্জিমায় তরুন ছবি।

মনে রেখো তুমি পারো,ঐশ্বর্য।

রপায়ন : ২১ জুন ২০০১